বাংলার ছেলে

[স্ত্রীভূমিকাহীন আধুনিক নাটক]

সতীকুমার নাগ



১৯২।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীবিমল দত্ত এম্-এ
চারু সাহিত্য কুটীর
১৯২।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

মূল্য আট আনা

প্রিণ্টার—শ্রীননীগোপাল সিংহ রায়
তারা প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

'বাংলার ছেলে' আমার দ্বিতীয় নাটক। প্রথম নাটক 'চলার পথে' বিমলবাবু প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণও বিমলবাবুর উৎসাহে প্রকাশ হ'ল। গানটির রচয়িতা শ্রীতারাপদ লাহিড়ী —এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। দ্বিতীয় সংস্করণে শেষটা সম্পূর্ণ নূতন ভাবে ঢেলে সাজা হ'য়েছে। অভিনয়কালে ছেলেরা পছন্দ করলে সব শ্রম সার্থক জ্ঞান করব। এই নাটক প্রকাশ করার সময়ে আমার মনে বার বার ভেসে আস্‌ছে আমার অনুজ সনৎকুমারের স্মৃতি। সে আর নেই। তারই অনুপ্রেরণায় এ বই লিখেছিলুম। তাই এ বই তাকেই উৎসর্গ করলুম।

ইতি—

লেখক

১৩২৯

প্রকাশকের নিবেদন

সতীকুমারের লেখা 'চলার পথে' ও 'বাংলার ছেলে' বই ছু'খানা বাংলার ছেলেদের নাটকের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে বলে আমি মনে করি। এ রকম নাটকের বহুল প্রচার কামনা করি।

এই বই ছাপার সময়ে বার বার মনে পড়ছে সতীকুমারের অনুজ সনৎকুমারকে। অকালেই সে ঝরে গেছে। কিন্তু রেখে গেছে একটা মৃদু সৌরভ। তার মধ্যে যে তেজী প্রাণের প্রকাশ দেখেছিলাম তা সচরাচর দেখা যায় না। এ নাটকের ভূমিকায় এসব কথা অবাস্তব নয়। নাট্যকারের জীবনের পটভূমিকায় রয়ে গেছে সেই তরুণের মহাপ্রয়াণের বেদনা। তাই সে কথা এখানে উল্লেখ করলাম।

ইতি—

প্রকাশক

পরিচয়

জীবন চৌধুরী	—	ধনী
অজয়	—	বাংলার গরীব ছেলে ; জীবনবাবুর কর্ম্মচারী
মৃণাল	—	বাংলার দুঃস্থ শিল্পী
দীপক	—	ডাক্তার, রিসার্চ্চ স্কলার
শেখর	—	বাংলার দরিদ্র সাহিত্যিক
সুজিৎ	—	শেখরের ছোট ভাই
প্রণব, সুনীল, হীরেন	—	বন্ধুবর্গ
সোমেন	—	জীবনবাবুর প্রতিবেশী
মিঃ লাহিড়ী	—	ফিল্ম-ডিরেক্টর
মিহির	—	ছাত্র
সমর	—	উৎসাহী যুবক

বেয়ারা জনৈক বৃদ্ধ, নাগরিকগণ ইত্যাদি

বাংলার ছেলে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জীবনবাবুর সুসজ্জিত কক্ষ

[জীবনবাবু ব্যস্ত হইয়া কি যেন লিখিতেছিলেন
নিঃশব্দে অজয়ের প্রবেশ]

অজয়। [দুর্ব্বলভাবে বার কয়েক কাসিল]

জীবন। [মুখ তুলিয়া] কে? [মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিল]

[আবার ঘাড় হেঁট করিয়া লিখিতে লাগিলেন, তারপর কলমটা
রাখিয়া মুখ তুলিয়া রুক্ষ স্বরে—]

—ক' দিন কারখানায় আসোনি যে বড়?

অজয়। জ্বর হয়েছিল স্যার্—

[বুকে হাত দিয়া উদ্গত-কাসি দমন

জীবন। তোমার মত লোক দিয়ে আমার কারখানার কাজ চল্‌বে না—চল্‌তে পারে না!

অজয়। স্যার, ভেবে দেখুন, আমি এককালে কত সারভিস্ দিয়েছি; আপনার কারখানা যখন প্রথম পত্তন হ'য় তখন আমি বুকের রক্ত দিয়ে খেটেছি—

[কাসিতে লাগিল

জীবন। সেজন্য আমি তোমায় মাইনে দিয়েছি। অজয়, পৃথিবীটা বড় কঠিন জায়গা। এখানে চাই কাজ। বক্তৃতায় এখানে চিঁড়ে ভিজ্‌বে না, কোনদিন ভেজেনি। তোমাকে আর ছুটি আমি দিতে পারিনা। জানো, তোমাকে যা মাইনে দিই তার অর্দ্ধেক মাইনেতেও আমি এখনি নতুন লোক পেতে পারি?

অজয়। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া] আর এক সপ্তাহ ছুটি দিন স্যার, নইলে আমি মারা পড়্‌ব।

জীবন। না—তা হ'বে না। তোমার ত' রোজ অসুখ—দিনই একটা না একটা লেগে রয়েছে। শরীর খারাপ মনে হয় কাজ ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে আট্‌কাবো না। কিন্তু ছুটি আমি আর দেবো না। এই হার্ড্ ডেজ্ টাকা অত শস্তা নয়।

অজয়। চাক্‌রি গেলে স্যার আমি খেতে পাবো না।

জীবন। দেন্ হোয়াট্ ক্যান্ আই ডু? আমি ত' দানছত্র খুলিনি—

অজয়। শুধু দু'টো দিন ছুটি দি'ন স্যার—

জীবন। নো, একদিনও ছুটি দেব না। তোমাকে আমি চাইনা—গেট্ আউট্—

[দরজা দেখাইয়া দিলেন

[অজয় ঘাড় হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে বিদায় লইল
জীবনবাবু একটা বই লইয়া পড়িতে লাগিলেন]
(সৌম্যেনবাবুর প্রবেশ)

সৌম্যেন। নমস্কার জীবনবাবু, কারখানা কেমন চল্‌ছে ?

জীবন। [বইখানা বন্ধ করিয়া] আসুন—আসুন সৌম্যেন বাবু, তারপর সব ভাল ত' ?

সৌম্যেন। হ্যাঁ ভাল। আপনি ভাল ? কারখানা কেমন চল্‌ছে ?

জীবন। আর কারখানা ? দিনকাল যা পড়েছে তাতে টিকে থাকাই দায় !

সৌম্যেন। সে কি ? আপনি ত' এবার কারখানা থেকে প্রচুর টাকা লাভ করেছেন !

জীবন। [আপ্যায়িত হইয়া] হেঁ-হেঁ-হেঁ ! লাভ ? তা কিছু লাভ হ'য়েছে বৈকি ! তবে কি জানেন ঐ নামেই তালপুকুর ঘটি ডোবে না। ট্রি—মেণ্ডাস্ খরচ—আজ তাই অজয়কে জবাব দিয়ে দিলুম।

সৌম্যেন। সে কি ? অজয় ত' আপনার কারখানার পত্তনের সময়কার পুরাণো কর্ম্মচারী—যেমন Honest তেমনি Sincere ছোক্‌রা। জবাব দিলেন কেন ?

জীবন। যারা অকেজো তাদের রেখে লাভ কি? এটা হচ্ছে—Survival of the fittest এর যুগ। চারদিকে যা কম্‌পিটিশন তাতে টিকে থাকাই দায়!

সৌম্যেন। বলেন কি? তাহ'লে আমাদের মত চুণো-পুঁটি যাবে কোথায়। আপনারা যে আমাদের আশ্রয়দাতা!

জীবন। ছিঃ ছিঃ! এসব কথা কেন, পাঁচজনের সহ-যোগিতায় আজ আমার কারবার চল্‌ছে।

সৌম্যেন। আমরা ত চোখের উপরই দেখলুম, আপনি যেদিন রাহাদের জায়গা দখল করে এখানে বসলেন, সেদিন থেকেই আপনার কপাল খুলে গেল।

জীবন। আপনি ত সব জানেন সৌম্যেনবাবু, রাহারা টাকা ধার নিলে, কিন্তু তা শোধ করতে পারলে না। শেষে বাধ্য হয়েই আমাকে ওদের সব নিতে হলো।

সৌম্যেন। তবু আমাদের বরাত ভাল, যে বিদেশীরা আজও এখানে ঘাঁটি করতে পারে নি।

জীবন। [হাসিলেন] সেদিন এক মাড়োয়ারী এল আমার সঙ্গে ঐ কথাই বলতে,—তাকে আমি সোজা বলে দিলুম,—তোমরা বাংলা মুলুকে এসে বাঙালীর সব কিছু নিয়ে যাবার ফন্দি অাঁটছ দিন-রাত।

সৌম্যেন। শুধু কি ওরা! সেই সুদূর আফগান থেকে কাবলী খালি ঝোলা হাতে করে আসে, আর ঘরে ফিরে যায়, বাংলার রূপিয়া ঝোলায় ভরতি করে'।

জীবন। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলা মায়ের করুণার যে শেষ নাই সৌম্যেনবাবু!

সৌম্যেন। [কথার মোড় ঘুরাইয়া] জীবনবাবু, আমাদের এখানকার ছেলে দীপক আজ টাকা-কড়ির অভাবে কিছুই করতে পারছে না।

জীবন। দীপক!—কে সে?

সৌম্যেন। ডাক্তারী পাশ করে এসে রিসার্চ্চ করছে। সে নাকি কয়েকটি নতুন ওষুধও আবিষ্কার করেছে।

জীবন। কি ওষুধ বলুন ত'—তা'হলে সে সব বাজারে বের হচ্ছে না কেন?

সৌম্যেন। সে এখনো বাজারে বের হয়নি। টাকা চাই ত! ঐ দীপকের মত বাংলায় আরো কত ছেলে পড়ে রয়েছে,—যাদের কথা আমরা জানি না। আজ দীপক যদি টাকা পায়, কাল সে যে একজন বড় বৈজ্ঞানিকরূপে নাম করবে না তাই বা কে বল্‌তে পারে!

জীবন। সৌম্যেনবাবু, আজ যাকে দেখছি প্রজা, কাল সে হচ্ছে জমিদার!

[এই সময় বেয়ারা একখানি কার্ড হাতে নিয়ে এসে জীবনবাবুর হাতে সেখানা দিল]

বেয়ারা। কি বলব বাবু?

জীবন। হাঁ, তাকে আসতে বল। [বেয়ারার প্রস্থান] সৌম্যেননাবু, কিছু মনে করবেন না। আজ তবে—

সৌম্যেন। অনেক দিন দেখা হয়নি, তাই ভাবলুম একবার দেখা করে যাই [উঠিলেন]। একটা আবেদন ছিল, যদি অভয় দেন।

জীবন। বলুন, আমি ত আপনাদের পাঁচজনার জন্যই আছি।

সৌম্যেন। আমার ভাইটিকে যদি আপনার কারখানায় একটা চাকরি দেন তবে বড় উপকৃত হই।

জীবন। আচ্ছা···বেশ ত তাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

সৌম্যেন। নমস্কার—

(শেখরের প্রবেশ)

[হাতে দুখানি খাতা, একখানি দৈনিক পত্রিকা। চুলগুলি রুক্ষ। মুখে বিষাদের ছায়া। পরিধানে সাধারণ পোষাক]

শেখর। [হাত দু'টি তুলিয়া] নমস্কার !

জীবন। বসুন,

[চেয়ার দেখাইয়া]

কি চাই ?

[শেখর বসিল]

শেখর। দেখুন, মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, জীবনের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে আমার কারবার।

জীবন। কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

শেখর। আমি সাহিত্যিক। [পত্রিকাখানি খুলিয়া] স্যার, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলুম, [বিজ্ঞপ্তির স্থানটি দেখাইল] ভাল বই পেলে আপনি নাকি তা প্রকাশ করেন !

জীবন। হ্যাঁ, মনে মনে একটা সঙ্কল্প আছে বটে!

শেখর। [খাতা খুলিয়া জীবনবাবুর সম্মুখে ধরিল] কত দুঃখ, কত কান্না, অতীতের স্মৃতি-ভরা কত কাহিনী নিয়ে আমি এই বইখানা লিখেছি।

জীবন। বইখানির নাম?

শেখর। [দীপ্তকণ্ঠে]—'নির্ম্মম পৃথিবী'! পৃথিবীর বুকের মৌন বেদনা আজ মুখর হয়ে উঠেছে—এর প্রতি কথায়—প্রতি ছত্রে।

জীবন। [বাধা দিয়া] এর আগে আপনার আর কোন বই বাজারে বেরিয়েছে?

শেখর। না স্যার!

জীবন। দেখুন, (ঠোঁট বাঁকাইয়া) একেবারে নতুন।

শেখর। জোর করে বলতে পারি স্যার, আমার এ বইখানি সাহিত্যের নবতম সৃষ্টি। পড়ে দেখুন না।

[খাতা আগাইয়া দিল

[খাতা লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে]

জীবন। রিস্‌ক্ মশায়! কত টাকায় দিতে পারেন শুনি?

শেখর। আপনি যা দিতে পারেন।

জীবন। গোটা ত্রিশ টাকা দিতে পারি। উপন্যাস আজকাল কতই ত বার হচ্ছে—

শেখর। বলেন কি? মোটে ত্রিশ! কত পরিশ্রম করেছি এটা লিখতে তার মজুরী ত একটা আছে!

জীবন। কি করবো বলুন? মজুরীর হিসাব এতে অচল। বই যদি না চলে সব টাকা বরবাদ যাবে।

শেখর। বাজারে এ-বইয়ের নিশ্চয় ভাল কাটতি হবে!

জীবন। আপনি কত টাকা চান?

শেখর। দু'শো টাকা।

জীবন! [উচ্চ হাসির পর] মশায়! ঐ টাকায় যে বন্ধকী কারবার করা চলে।

শেখর। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] শুধু একমুঠো অন্নের জন্য আজ সাহিত্য-সাধনাকে বিক্রী করতে এসেছি। অভাব অভাব চতুর্দ্দিকে অভাব! [নীরব]।

জীবন। সাহিত্যের জাবর না কেটে, সোজা লাঙল হাতে মাঠে নামুন গে! তাতে ফসল ফলবে ভাল! [খাতাটা আগাইয়া দিলেন]।

শেখর। [ব্যথিত হইয়া] এ-সাহিত্য যে কত বড় সাধনা!

[একটা নিঃশ্বাস ফেলিল]

জীবন। হ্যাঁ-দেখুন, শুধু এই সর্ত্তে আপনার বই নিতে পারি, এই বইয়ের রচয়িতা হিসাবে নাম থাকবে—আমার।

শেখর। [আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া] এঁ্যা—আপনার নামে বেরুবে? অথচ বইটা আপনার লেখা নয়!

জীবন। যেখানে টাকার প্রয়োজন, সেখানে নাম-যশ বেশী, না অর্থ বেশী?

শেখর। [বেদনায় ম্লান হইয়া] হ্যাঁ, যার অর্থ আছে, সেই

পায় নাম-যশ-খ্যাতি! [উঠিয়া] নমস্কার!

[খাতা লইয়া দ্রুত প্রস্থান]।

জীবন। [একটু হাসিয়া] অভাবে মানুষের যা হয়! বইখানা ভালই ছিল! প্রাণ ঢেলে লিখেছে ছোক্‌রা।

(শেখরের পুনঃ প্রবেশ)

শেখর। স্যার, টাকা দিন। [শেখর চেয়ারে বসিল। মুখে অস্থিরতার রেখা। জীবনবাবু চেক্ লিখিয়া হাতে দিলেন।]

জীবন। এই চুক্তিপত্রে সই করে দিন।

শেখর। [সই করিয়া] আপনার দয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ—নমস্কার। [প্রস্থান

জীবন। [খাতাখানা হাতে করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া] বাংলার সাহিত্য-কাননে আজ একটি নতুন ফুল ফুটে উঠল—কথাশিল্পী জীবন চৌধুরী!

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শিল্পীর ষ্টুডিও। ঘরের এক কোণে একটি ছবি সহ ইজেল। মৃণাল ছবির উপর তুলি বুলাইতেছে। একটু পরে সে দূরে দাঁড়াইয়া ছবিটি দেখিতে লাগিল।]

মৃণাল। [ছবির দিকে তাকাইয়া আপন মনে] কাল-বৈশাখীর আকাশ। পশ্চিমে মেঘ! ঝড়ো-হাওয়া! ধ্বংসের তূর্য্য বেজে উঠেছে। ঘনিয়ে আস্‌ছে প্রলয়!

[পেছন দিক হইতে প্রণবের প্রবেশ। মৃণালের পিছনে দাঁড়াইয়া সেও চুপ করিয়া ছবি দেখিতে লাগিল]

প্রণব। বাঃ! ধন্য শিল্পী,—ধন্য তোমার সৃষ্টি!

মৃণাল। [পিছন ফিরিয়া]

ও—প্রণব, আয় বোস্!

[কালো পরদা দিয়া ছবিটি ঢাকিয়া রাখিল।]

প্রণব। জানিস মৃণাল, অজয়ের শেষ অবধি টি, বি, দেখা দিল।

মৃণাল। [বিস্মিত হইয়া] এ্যাঁ—টি, বি,!

প্রণব। দীপক ওকে নিজের কাছে রেখে চিকিৎসা করছে।

মৃণাল। আহা বেচারা!

প্রণব। মৃণাল, তুই ত জানিস্, মেসিনের চাকার মত সকাল থেকে ওকে জীবনবাবুর কারখানায় খাটতে হয়েছে।

মৃণাল। কিছুদিন যদি বিশ্রাম পেত, তবে হয়তো···

প্রণব। হুঁঃ জীবন চৌধুরী দেবেন ছুটি! বেচারা ছুটি চাইলো বলে জীবনবাবু চাকরী থেকে দিলেন বিদায়। অথচ ঐ কারখানার অজয়ই ছিল মেরুদণ্ড।

মৃণাল। তাই ত!

[এ সময় সুনীল একখানি সংবাদপত্র হাতে প্রবেশ করিল।]

সুনীল। মৃণাল, তোর ত জয়-জয়কার রে! এই দেখ্, [পত্রিকাখানা খুলিয়া] শোন, কাগজে কি বেরিয়েছে?— [প্রণব ও মৃণাল সাগ্রহে দেখিতে লাগিল]

"গত মাসে দিল্লীতে নিখিল-ভারত শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে শ্রীমান্ মৃণালকান্তি বসুর অঙ্কিত "শিবতাণ্ডব" চিত্রখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। [মৃণালের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল] সম্পাদক কি লিখছেন, শোন,—"আমরা বাংলার নবীন শিল্পীকে অভিনন্দন জানাই"। [প্রণব ও সুনীল উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল]—থ্রি চিয়ার্স ফর্ মৃণাল! আজ আমার আনন্দে গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

শেখরের প্রবেশ

প্রণব। বোস্ শেখর, সুনীল তা'হলে একটা গান গা—

[সুনীল ধীরে ধীরে গাহিল]

—গীত—

আনন্দে আজ বান ডেকেছে
আকাশ বাতাস উত্‌রোল
ঢেউ লেগেছে মনের কূলে
এবার তোরা বাঁধন খোল্।
মোরাই দেশের নতুন প্রাণ
ধরব বুকে জয় নিশান
চলবো ছুটে বাহির পানে
ভুলবো মোরা মায়ের কোল।
আরও চলবো এগিয়ে মোরা
লক্ষ বাধা তুচ্ছ করে
সকল কাজে সকল দিকে
মধুর মিলন উঠ্‌বে গড়ে।
হাসিমুখে গান গেয়ে চল
ভুবনটারে ভরিয়ে তোল্।

[গান শেষ হবার সঙ্গে হীরেনের আগমন, হাতে একখানা বই]

হীরেন। বাঃ! তোরা বেশ জমিয়েছিস্ ভাই।

সুনীল। হাতে কি বই রে!

হীরেন। "নির্ম্মম পৃথিবী"—সারা বাংলা এ বইয়ের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে।

[শেখর চঞ্চল হইয়া উঠিল]

প্রণব, সুনীল, মৃণাল। কার লেখা ভাই? কার লেখা?

হীরেন। কথা-শিল্পী জীবন চৌধুরীর।

[শেখর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল]।

সুনীল। বলিস্ কিরে? এখানকার বিখ্যাত ধনী জীবন চৌধুরী? মরুভূমিতে স্রোতস্বিনী?

হীরেন। হাঁ রে—হাঁ!

শেখর। দেখি—দেখি

[সাগ্রহে বইখানির জন্য হাত বাড়াইল]

প্রণব। জীবনবাবুর ভিতর এই সাহিত্য-স্বজনী-প্রতিভা এতোদিন কোথায় লুকানো ছিল বল্‌তো? ভারি তাজ্জব ব্যাপার।

হীরেন। [শেখরকে বইটা দিয়া] কি রে তুইও ত' সাহিত্যিক! আজ পর্য্যন্ত তোর একখানি বইও বাজারে দেখলুম না যে বড়!

শেখর। [ম্লান বেদনার রেখা মুখে ফুটিয়া উঠিল] যারা ধনী, তারাই পারে সাহিত্যের কমল-বনে শতদল ফোটাতে।

হীরেন। তা'হলে লেখা ছেড়ে দে! পণ্ডশ্রমে লাভ কি?

শেখর। বন্ধু! পৃথিবী যার ধূলি-ধূসর, সেখানে কোথায় আর আনন্দ কলগীতি! জীবনের প্রতি ছন্দটি যার বীণায় বাজে সকরুণ কান্নার সুরে, সে কী করে হ'বে সাহিত্যের পূজারী? [শেখরের কথার সুর ভারী হইয়া আসিল]।

সুনীল। [বাধা দিয়া] চল হীরেন, মৃণালের শুভ সংবাদটা

ক্লাবে জানিয়ে আসি [মৃণালকে লক্ষ্য করিয়া] শিল্পী, ভোজটা দিতে ভুলো না যেন !

[সুনীল ও হীরেনের প্রস্থান। শেখর নীরবে বসিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল]

মৃণাল। [শেখরকে লক্ষ্য করিয়া] শেখর, তোকে এত মন-মরা দেখছি কেন ?

শেখর। যাদের জীবন দুঃখে ঘেরা, তাদের আবার আনন্দ কোথায় ? [একটু নীরব] যাই ভাই [বইখানি রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]।

প্রণব। বাঃ, এসেই চলে যাচ্ছিস্ [শেখরের ধীরপদে প্রস্থান] আশ্চর্য্য ! শিল্পী আর সাহিত্যিকের মন বোঝা ভার !

মৃণাল। [ধীরে ধীরে ছবির পরদা তুলিল। তুলি দিয়া আঁকিতে আঁকিতে] প্রণব, শিল্পী কি চায় জানিস্ ? সে চায় যশ—মান—প্রতিপত্তি ! মনে হয় সৃষ্টির আনন্দে তন্ময়—বুঁদ্ হ'য়ে থাকি। কিন্তু তার সময় কৈ ? অভাব—চতুর্দ্দিকে অভাব। প্রতিদিনের অভাব যেন সহস্র শুঁড় দিয়ে অক্টোপাসের মত আমাকে জড়িয়ে ধরছে—শোষণ করতে চাইছে।...অন্য একটা চাক্‌রি-বাক্‌রি না করলে আর সংসার চলে না।

[প্রণব নীরবে মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল]

প্রণব। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া] বাংলার কী দুর্দ্দিন ! তোর মত প্রতিভাশালী শিল্পীকে উদরান্নের জন্য চাক্‌রি করতে হ'বে—তুলি ছেড়ে কলম পিষ্‌তে হবে !

মৃণাল। জগতের লোকের আনন্দের আয়োজন করছে যারা তাদের সকলেরই ইতিহাস এমনি করুণ! দুর্ভাগ্য যেন শিল্পী জাতকে বেশী পছন্দ করে। চল্ একবার আমাকে বেরুতে হ'বে—

[ঈজেল ও আঁকিবার সরঞ্জাম গুটাইয়া রাখিল]

প্রণব। চল্ তবে!

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[ডাঃ দীপকের রিসার্চ্চ ল্যাবরেটারীর একটি অংশ। দীপক Test tube নিয়া পরীক্ষা করিতেছে। টেবিলের উপর কয়েকটি যন্ত্রপাতি। ঘরের ডান দিকের কাপড়ের পরদা তুলিয়া রুগ্ন অজয়ের প্রবেশ]

দীপক। অজয়, আবার উঠে এলি যে!

অজয়। [বিরক্তির সুরে] কুঁড়ের মত শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না। [বসিল]।

দীপক। তা' কি করবি? তোর যে অসুখ!

অজয়। হ্যাঁ—অসুখ আর অসুখ!

[দীপক Test tube standএ রাখিয়া অজয়ের কাছে উঠিয়া আসিয়া, স্নেহের সুরে]

দীপক। অসুখে ভুগে ভুগে তোর মেজাজটা কেমন বিশ্রী হয়ে গেছে। এখন ত অনেকটা ভাল আছিস!

অজয়। [অভিমানে] তবে কেন মিছেমিছি এতোদিন ধরে রাখ্‌লি ?

দীপক। সবে ত মরণের মুখ থেকে বেঁচে উঠলি। তোকে ক'দিনের মধ্যেই চেঞ্জে পাঠাবো। [পুনরায় নিজের কাজ করিতে লাগিল]

অজয়। আমি কোথাও যাবো না।

দীপক। বাঃ, আমি যে সব ঠিক করে ফেলেছি !

অজয়। জানিস ত দীপক, চাকরা নেই ; তা ছাড়া সে অনেক টাকার খেলা—

দীপক। কিন্তু তোকে তা ভাবতে হ'বে না। কারখানায় কাজ করে করে তোর কি দশা হয়েছিল দেখ্‌লি ত !

অজয়। আমি কারো টাকা নিতে পারবো না।

দীপক। [হাসিয়া] পাগল ! তুই যে আমার বন্ধু ! [অজয় ম্লানমুখে উঠিল]

এখন যা ভাই ! [অজয়ের ভিতরদিকে প্রস্থান] আজ আমার সবচেয়ে আনন্দ হচ্ছে, অজয়কে ভাল করে তুলতে পেরেছি বলে।

[মনোযোগ সহকারে Test tube নিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।
মিহিরের প্রবেশ। হাতে বই, দেহ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল]

মিহির। দীপকবাবু ! [দীপক মুখ তুলিয়া চাহিল] ক'দিন ধরে মাথাটা বড্ড ধরেছে। যা পড়ি, কিছুই মনে থাকছে না। [একটু অস্থিরতার ভাব]

দীপক। দিনরাত যে বইয়ের পোকা হয়ে থাকে, তার মাথা ত' ধরবেই! মাথার আর অপরাধ কি বলো?

মিহির। আর ত' ক'টা মাস! বি, এ, পাশটা করতে পারলেই একটা চাকরীর আশা আছে।

দীপক। যদি নিজে না বাঁচো তবে কে করবে চাকরী! মিহির, বাঁচতে হলে চাই সুস্থ, সবল, নীরোগ, সুঠাম দেহ।

মিহির। আপনার বক্তৃতা শুনে আর সময় নষ্ট করতে পারি না।

[দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া যন্ত্রণায় অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিল। দীপক তাড়াতাড়ি গ্লাসে খানিকটা সাদা পাউডার জলের সঙ্গে মিশাইয়া মিহিরের হাতে দিল। মিহির তাহা খাইয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল]

দীপক। মিহির, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার পেরিয়ে যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে তখন তোমার জীবন-যুদ্ধে লড়াই করবার ক্ষমতা কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে! [মিহির মাথা তুলিয়া করুণভাবে দীপকের মুখের দিকে শুধু তাকাইল] তখন কর্ম্মের অনুপ্রেরণা আর থাকবে না;—সংসারের কোন সৌন্দর্য্যই ভোগ করতে পারবে না—এই ত শিক্ষা!

মিহির। [করুণভাবে] বাড়ীর সকলেই আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আমাকে যে পাশ করতেই হ'বে। চাকরী ছাড়া অতগুলি মুখের অন্ন জোগাবার আর পথ কৈ? বাংলার ছেলেদের জীবনে বড় হওয়ার কল্পনা একটা বাহারি

বিলাসিতা! কী সঙ্কীর্ণ পথ—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

দীপক। হ্যাঁ, জানি! আমাদের কলেজ-জীবনের রঙিন স্বপ্নগুলো আজ এমনি করে পথের ধূলোয় হারিয়ে যেতে বসেছে।

মিহির। দীপকবাবু, আমি আর বসতে পারছি নে। যা হয় একটা ওষুধ দিন!

দীপক। ওষুধ্‌ত কিচ্ছু নেই! কিছুদিন পড়াশুনো ফেলে রাখো, বিশ্রাম নাও।

মিহির। [বিরক্তি প্রকাশ করিয়া] নাঃ—আই কান্ট্‌ ওয়েষ্ট্‌ মাই টাইম। থ্যাংক্‌স্‌! [প্রস্থান]

দীপক। ঠিক এমনি করেই আমরা আমাদের মরণকে অকালে ডেকে আনি! [পুনরায় কাজে মনোযোগ]

[টেবিলস্থিত ঔষধের শিশিগুলি সে পরীক্ষা করিতে থাকিল। এই সময় জীবনবাবুর প্রবেশ। জীবনবাবুকে চিনিতে না পারিয়া দীপক আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইল]

জীবন। [হাত তুলিয়া] নমস্কার! [দীপকও প্রতি-নমস্কার জানাইল] আমার নাম জীবন চৌধুরী।

দীপক। ওঃ—আপনি স্বনামধন্য জীবন চৌধুরী! বসুন স্যার! [জীবন বাবু বসিলেন] অপনার নাম অনেক আগেই শুনেছি। গরীবের এখানে এসেছেন দেখে আনন্দিত হচ্ছি।

জীবন। ছিঃ—ওকথা বলবেন না! শুনেছি অনেক দিন

থেকেই ত আপনি রিসার্চ্চ করছেন! নতুন কিছুর সন্ধান পেলেন —যাতে 'টু পাইস্' ইন্‌কাম হতে পারে?

দীপক। আমি এতদিন খেটে এই একটা জিনিষ বের করেছি। [লাল রঙের Test Tube হাতে লইয়া] এই যে লাল রঙের জলীয় পদার্থ দেখছেন, এ কোন বিদেশী ঔষধ নয় বা কোন Diptheric Serum নয় [জীবনবাবু অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন] এ হচ্ছে এই বাংলা দেশেরই কয়েকটি বৃক্ষলতার আভ্যন্তরীণ রস।

জীবন। শুধু লতাপাতা!

দীপক। হ্যাঁ স্যার! দেশের লোকেরা আজ অস্থিচর্ম্মসার। তাদের কাজ করার উৎসাহ নেই,—উদ্দীপনা নেই। আমি দীর্ঘ গবেষণা করে দেখতে পেয়েছি, এর প্রয়োজন কতখানি!

জীবন। বাজারে এতোদিন এ জিনিষের কাটতি হওয়া খুবই উচিত ছিল।

দীপক। [একটু নিরুৎসাহ হইয়া] এর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন যে! [পরে গলার স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া দীপ্তকণ্ঠে] দেহের শক্তির জন্যে চাই Internal glandএর stimulation. এই Stimulationএর ক্ষমতা সবটুকু রয়েছে এই Solution-এর ভিতর।

জীবন। খুব ভাল ওষুধ তা'হলে?

দীপক। কোন Bacteria বা Germs, এর সংস্পর্শে এসে দেহের কিছু করতে পারেনা। এই বাংলা দেশেরই কতকগুলো

বনস্পতির অদৃশ্য শক্তিকে একত্র সংগ্রহ করে এই ঔষধের আবিষ্কার করেছি। এর কয়েক ফোঁটায় সমস্ত ক্লেদ-ক্লান্তি দূর করে মনে ও দেহে এক নতুন কর্ম্মশক্তির অনুপ্রেরণা আনবে।

জীবন। দীপকবাবু, আপনার এই অলৌকিক আবিষ্কার জনসাধারণের মহৎ কল্যাণ সাধন করবে, এ জোর করেই বলা যায়।

দীপক। জীবনবাবু, এই কাজ সমাধা করতে বহু টাকার প্রয়োজন। [একটু নীরব থাকিয়া] আমার একটী ছোট্ট ল্যাবরেটারী আছে, দেখবেন আসুন!

[দীপক ও জীবনবাবুর প্রস্থান]

অন্য পথ দিয়া অজয়ের প্রবেশ

অজয়। [প্রবেশ করিতে করিতে] দীপক। আমি। [দীপককে দেখিতে না পাইয়া] কোথায় গেল? [বসিল] নাঃ, আমি কিছুতেই ওর টাকায় চেঞ্জে যাবো না, যাবো না। বেচারা নিজে গরীব! যাই···

[একটু অস্থিরভাবে পুনরায় ভিতরের দিকে গেল।]

[কথা বলিতে বলিতে জীবনবাবু ও দীপকের
পুনরায় আগমন]

জীবন। দীপকবাবু, টাকার কথা আপনাকে যা বললুম, শুধু ঐ সর্ত্তে।. ভেবে দেখুন [দীপক মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিল] আর আমার টাকায় যদি আপনার কারবার চলে—

দীপক। [বাধা দিয়া] জীবনবাবু, আমার এ আবিষ্কার শেষে আপনারই নামে—

জীবন। [হাসিয়া] আপনাকে ত বললুম, আপনিই সব দেখাশুনা করবেন; তা ছাড়া সব কাজের ভার আপনারই হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।

দীপক। [স্বগতঃ] আমারই আজন্ম সাধনার ফল আজ অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করতে হবে। একদিকে জনকল্যাণ অপরদিকে নিজের নাম, যশ,—অর্থ [একটু উচ্চকণ্ঠে] আপনি হবেন মালিক? তা কি করে হয় জীবনবাবু?

জীবন। আজ যদি আপনার আবিষ্কৃত জিনিষ বিশ্বমানবের কল্যাণে না লাগে, তবে এ সাধনার কি মূল্য আছে,—বলুন? হয়ত আপনার এই আবিষ্কার আপনারই মৃত্যুর সাথে সাথে একদিন সমাধি লাভ করবে! দীপকবাবু, তাই বলছিলুম—

দীপক। [চঞ্চল ভাবে] না—না—না আমার টাকার দরকার নেই, আপনি যান জীবন বাবু!

জীবন। [ক্রুরভাবে হাসিলেন] আচ্ছা নমস্কার।

[প্রস্থান

দীপক। [অস্থিরচিত্তে পায়চারী করিতে করিতে] টাকা··· টাকা···হাঁ···একমাত্র টাকাতেই আজ আমার এ কাজ সম্পূর্ণ হ'তে পারে! [চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া] নাম, যশ, সম্মান··· [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] কিন্তু যারা মরণোন্মুখ, তাদের বাঁচিয়ে তোলাই বড়। [হতাশ সুরে] আমিও জানি, যা আবিষ্কার

করেছি তা চিরদিন বেঁচে থাকবে আর এর সফলতা লাভ করতে হলে চাই জীবনবাবুর টাকা। কিন্তু···

[ভাবিতে লাগিল]।

[অজয়ের পুনরায় প্রবেশ।
দীপককে চিন্তিত দেখিয়া অগ্রসর হইয়া]

অজয়। দীপক, এতো কি ভাবছিস্ ?

দীপক। ও—হ্যাঁ···নাঃ, কিচ্ছু নয়! অজয়, এতকাল বসে বসে শুধু রিসার্চ্চই করলুম, কিন্তু এখন চাই—টাকা।

অজয়। টাকা!

দীপক। হ্যা, টাকা চাই! তাই ভাবছিলুম, জীবনবাবুর ত অনেক টাকা আছে, যদি আমায়—

অজয়। [বাধা দিয়া] দীপক, ঐ জীবনবাবুকে তুই চিনিস্ না। ফাঁকি দিয়ে তোর সব কেড়ে নেবে।

দীপক। [ম্লান হাসিয়া] যে গরীব তার আবার কেড়ে নেবার কি আছে ?

অজয়। দীপক, দীপক! সাবধান, জীবনবাবুর ফাঁদে পা দিস্ না। আমি ঐ জীবনবাবুর মধ্যে দেখি একটা ভয়াল কালো কদাকার শক্তি—সে যেন ছুনিয়ার সব কিছুই শুষে নিতে চায়—লুটে নিতে চায়। ধন সম্মান প্রতিপত্তি, অন্নবস্ত্র, জীবনের সুখ-সুবিধা, নিঃশ্বাসের বাতাস পর্য্যন্ত ও শুষে নিতে চায়।

দীপক। অত উত্তেজিত হস্ না ভাই। তোর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হ'তে পারে। স্থির হ। আমি জানি সব। তোর সেই টিনের চালার কারখানা-ঘরের ওপরই আজ জীবনবাবুর লোহা ঢালাইয়ের কারখানা। সব জানি। কিন্তু এর পরিবর্ত্তন করার শক্তিও আজ আমাদের হাতে নেই। নিয়তির মত আজ বাংলার ছেলেদের পিছনে পিছনে ঘুরছে এই জীবনবাবুর দল। কিন্তু এদের হাত এড়াবার ক্ষমতাও আজ বাংলার ছেলেদের নেই।…চ'—ভিতরে চ'—তোকে ওষুধ দোব—

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জীবনবাবুর বৈঠকখানা

[জীবনবাবু একখানি দৈনিক-পত্রিকা পড়ছেন। টেবিলের উপর খানকয়েক বই। ঘরের একধারে কয়েকটি ঔষধের শিশি। ঘরখানি আধুনিক ভাবে সাজানো, সাহেবী পোষাকে, মিঃ লাহিড়ীর প্রবেশ]

জীবন। [মুখ তুলে] কাকে চাই ?

মিঃ লাহিড়ী। মিষ্টার চৌধুরীকে।

জীবন। আমিই জীবন চৌধুরী—বসুন !

[উভয়ের নমস্কার বিনিময়]

মিঃ লাহিড়ী। ওঃ—আপনি ! [চেয়ারে উপবেশন] আমি 'ন্যাশনাল পিকচার্স কোং'এর ডিরেক্টার মিঃ লাহিড়ী। [হাতের বইখানি দেখাইয়া] আপনার এ বইখানি আমরা পড়েছি। রীয়েলি এ গুড্ বুক ! আমাদের ফিল্‌ম কোং আপনার এ বইখানি ছায়াচিত্রের জন্য সিলেক্ট্ করেছে।

জীবন। [মুখে তৃপ্তির হাসি] আমার 'নির্ম্মম পৃথিবী' ?

মিঃ লাহিড়ী। আজ্ঞে হ্যাঁ! এরকম পরিষ্কার ঝরঝরে প্লট আর নিপুণ ডায়ালগ্, আমাদের চোখে খুব কম পড়েছে। ছবি তোলা সম্বন্ধে আপনার মত জানতে চাই।

জীবন। আমার এতে একটুও আপত্তি নেই, তবে কি না [দ্বিধা বোধ]—

মিঃ লাহিড়ী। ওঃ—টাকার কথা! নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনার কল্পিত চরিত্রগুলি চিত্রে রূপায়িত হয়ে বাস্তবের কাছে কত বড় হয়ে ফুটে উঠ্‌বে! আপনার এ দাম কি অর্থের বিনিময়ে পরিশোধ হয়?

জীবন। তা ত' বটে! কত সাধনার পর 'নির্ম্মম পৃথিবী' লেখা! কত টাকা দেবেন?

মিঃ লাহিড়ী। পাঁচশো টাকা।

জীবন। বলেন কি? আমি নিজেই ছবির কাজে নাম্‌ব ভেবেছিলাম। তবে হ্যাঁ, যদি টাকার অঙ্ক বাড়াতে পারেন ভেবে দেখ্‌ব।

মিঃ লাহিড়ী। আপনার এই বই যদি জনসাধারণ পছন্দ করে, নেক্স্‌ট্ টাইমে আমরা আপনার নতুন বইয়ের জন্য অবশ্য বেশী দেবো। [পকেট হইতে কার্ড বাহির করিয়া] এই নিন আমাদের য়্যাড্রেস্। আসছে হপ্তায় দেখা করবেন।

জীবন। নিশ্চয়ই!

মিঃ লাহিড়ী। Good bye.

জীবন। বসুন, এক কাপ চা—

মিঃ লাহিড়ী। [হাতঘড়ি দেখে] এ্যাক্স্কিউজ্ মি স্যার।

[প্রস্থান

জীবন। শুধু টাকা নয় তার সঙ্গে পাবো নাম, খ্যাতি—সম্মান! কি আশ্চর্য যোগাযোগ! সাহিত্যের এত বড় মহিমা! সাহিত্যিকের এত সম্মান!

[জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ। হাতে একটি ঔষধের ফাইল]

কাকে চান?

বৃদ্ধ। অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি জীবন চৌধুরীর দর্শন পেতে।

জীবন। আমিই জীবন চৌধুরী।

বৃদ্ধ। দণ্ডবৎ হই। আপনার মত মহাপুরুষকে দেখে আমার জীবন ধন্য হল।

জীবন। [অবাক হইয়া] আপনার কথা ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

বৃদ্ধ। মহাশয়, কি যে এক রোগ হয়েছিল সে কি সহজে ছাড়তে চায়? যমে-মানুষে দেহটাকে নিয়ে কি টানা হেঁচড়া। কত কব্রেজ, কত হেকিম, কত ডাক্তার দেখালুম, মনসাতলায় হত্যে দিলুম; কিছুতেই কিছু হল না। [হাতের ঔষধের শিশিটা দেখিয়ে] এই যে দেখছেন—

[ভিতর দিক হইতে দীপকের প্রবেশ। একটু দূরে একটা টেবিল ও আলমারী ঔষধে ভর্ত্তি। দীপক সেখানে দাঁড়াইয়া ঔষধের ফাইলগুলো দেখিতে লাগিল]

শেষকালে আপনার এই অদ্ভুত ঔষধ খেয়ে মরা দেহে শক্তি ফিরে পেয়েছি। [আনন্দে হাতের মাংসপেশী ফুলাইয়া] ধন্য আপনার [দীপক মাঝে মাঝে জীবনবাবু ও বৃদ্ধকে নিরীক্ষণ করিতেছিল] আবিষ্কার ! [সহসা বৃদ্ধের লক্ষ্য পড়িল দীপকের দিকে] এ কে ?

জীবন। [হাসিয়া] ইনি আমার বৈজ্ঞানিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী।

বৃদ্ধ। [দীপককে লক্ষ্য করিয়া] মহাশয়, আপনার মনিব [হাতের ঔষধটি দেখাইয়া] এ ওষুধ বাজারে বের করে আমাদের যে কত উপকার করেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না।

[জীবনবাবুকে লক্ষ্য করে] মশায়, তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিলুম···আচ্ছা···[হাত দুইটি জোড় করিয়া] নমস্কার··· [প্রস্থান

[জীবনবাবু ও দীপক উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিল]

জীবন। [মৃদুস্বরে] দীপকবাবু, আর কোন নতুন কিছু পেলেন ?

দীপক। [একটি ঔষধের শিশি তুলিয়া] যে serumটা রিসার্চ্চ আরম্ভ করছিলুম, তার 'ফাইনাল' দেখুন।

জীবন। [শিশিটা হাতে লইয়া] বেশ, যত টাকা প্রয়োজন তা দিয়ে বাজারে তাড়াতাড়ি ঔষধটা বের করে ফেলুন।

দীপক। আমার আবিষ্কৃত প্রথম ঔষধটি এতোকাল ধরে বাজারে আপনার নামে পরিচিত হ'য়ে এসেছে······

জীবন। দীপকবাবু, আপনি ত জানেন, এর পিছনে কত হাজার হাজার অর্থ ব্যয় করেছি।

দীপক। কিন্তু আমার প্রতিভা—

জীবন। [বাধা দিয়া] প্রতিভাকে বিকাশ করতে হলে অর্থ চাই. দীপকবাবু! অর্থ চাই। সেই অর্থ এনে দিয়েছে আপনার বৈজ্ঞানিক জীবনের সফলতা। সে অর্থ ত আমারই। —নয় কি ?

দীপক। হ্যাঁ আপনার দেওয়া অর্থই আমার কাজের সফলতা এনে দিয়েছে। কিন্তু আমার আবিষ্কারের সঙ্গে কোথায়ও এর একটু স্মৃতি পর্য্যন্ত জড়িত নেই। [একটু নীরব থাকিয়া] একদিন আমার বড় কল্পনা ছিল, ঔষধ আবিষ্কার করে পাবো দেশ-বিদেশে নাম—যশ, কিন্তু তার আবিষ্কারক হয়েও, থাকলুম একেবারে অখ্যাত, অবজ্ঞাত ও অচেনা হয়ে।

জীবন। যে সর্ত্ত একবার আপনি আমার সঙ্গে করেছেন তা ত ভাঙা চলে না!

[মাথা নীচু করিয়া মলিন মুখে দীপকের প্রস্থান।
জীবনবাবু হাসিয়া উঠিলেন]

হুঁ, বন্দুক কাঁধে থাকলেই কি শিকারী হয়? পাকা শিকারী হ'তে হলে চাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!

[সৌম্যেনবাবু ও সমরের প্রবেশ]

সৌম্যেন। নমস্কার, জীবনবাবু!

জীবন। আসুন, আসুন সৌম্যেনবাবু! [সৌম্যেনবাবু ও সমরের উপবেশন]—তারপর কি সংবাদ?

সৌম্যেন। আমাদের বড় আনন্দ হ'চ্ছে, আপনার জয়-গৌরবে। আপনি লক্ষ্মীর বরপুত্র, ব্যবসায়ে আপনি কৃতী, সাহিত্যে আপনি প্রথিত-যশা, আর চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আপনি যে নব আলো এনে দিয়েছেন তার জন্য—

সমর। আপনাকে আমরা অভিনন্দিত করতে চাই।

জীবন। অভিনন্দিত! আমাকে!!

সমর। হ্যাঁ! আমরা ত এদিকে সব ঠিক করেই ফেলেছি একপ্রকার।

জীবন। [সবিনয়ে] আমি আর এমন কি—

সৌম্যেন। জীবনবাবু, আপনি আমাদের বাংলা দেশকে যা দান করেছেন তা চির অক্ষয়, চির অমর—তার তুলনা নেই—!

সমর। আমরা যদি আজ আপনাকে এ সম্মান না দেই, তবে তা হবে বাংলার বড় দুর্ভাগ্যের কথা!

সৌম্যেন। এটা যে আমাদের বড় কর্ত্তব্য জীবনবাবু!

জীবন। আপনারা দেখছি, এদিকে সব ঠিক করে ফেলেছেন!

সমর। হ্যাঁ! আসছে শুক্রবার দিনই। অভিনন্দন উপলক্ষে ছেলেরা অভিনয় করবে। নাগরিকগণ আপনাকে

অভিনন্দনপত্র প্রদান করবে! তাছাড়া, আমাদের যুবসমিতি থেকে আপনার প্রতিকৃতি উন্মোচন করা হবে। [সৌম্যেনবাবুকে লক্ষ্য করিয়া] সৌম্যেনদা, দেরি করে লাভ নেই, এবার চলুন।

সৌম্যেন। হ্যাঁ, চল। [উঠিয়া] তা'হলে আমরা সব ঠিক করিগে। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন! আসি জীবনবাবু!

[নমস্কার করিয়া সৌম্যেনবাবু ও সমরের বিদায় গ্রহণ]

জীবন। আমার অভিনন্দন! চারিদিকে আমার যশোগান! কিন্তু—[কি যেন ভাবিতে থাকিলেন]

দীপকের পুনঃ প্রবেশ

দীপক। স্যার, [জীবনবাবু চমকিত হইয়া উঠিলেন] ল্যাবরেটরীটা একবার দেখবেন আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জীবন চৌধুরীর ঔষধের কারখানার একটি কক্ষ

[সারি সারি ওষুধের শিশি সাজানো। একাংশে দীপক একটি গ্লাসে ওষুধ ঢালিয়া চামচ দিয়া নাড়িয়া পরীক্ষা করিতেছে। অপরাংশে মৃণাল ওষুধের শিশির লেবেলের ডিজাইন ও পোষ্টারের ডিজাইন আঁকিতেছে]

[ম্যানেজারের প্রবেশ]

ম্যানেজার। দীপকবাবু, গ্রীনউইচ্‌ কোং‌এর অর্ডারটার কতদূর হ'ল ? উলষ্টন সাহেব আবার রিমাইণ্ডার পাঠিয়েছে। আগামী ডাকে ওষুধ না পাঠাতে পারলে টাকা ত ফেরৎ দিতে হ'বেই উল্টে ড্যামেজ দিতে হ'বে ! তাই সাহেব বলছিলেন একটু হাত চালিয়ে—

দীপক। [গম্ভীরভাবে কাজ করিতে করিতে] হাত আমার মোটে দুটো ম্যানেজারবাবু। সাহেবের সব সময়ে সে কথাটা মনে থাকে না। রাশী রাশী অর্ডার চতুর্দ্দিক থেকে আসছে—এজেন্সিই দেওয়া হ'চ্ছে শুধু, কিন্তু কারখানার

establishment আরো না বাড়ালে আমার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়।

ম্যানেজার। উপস্থিত অর্ডার ক'টার হিল্লে করে দিন। একটু হাত চালান—

দীপক। [ম্যানেজারের দিকে চাহিয়া] দেখুন ম্যানেজার-বাবু, মাত্রা ছাড়াবেন না। আপনার কথার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে আমি slow, আমি কাজে ফাঁকি দিচ্ছি—

ম্যানেজার। আজ্ঞে সে কি কথা, সে কি কথা? তাই কি আমি বলতে পারি? আপনি হচ্ছেন এই কারখানার back-bone.

দীপক। থাক্, যথেষ্ট হ'য়েছে! আপনি আপনার কাজে যান।

[ম্যানেজারের প্রস্থান

[মৃণাল কাজ ফেলিয়া উঠিয়া আসিল। দীপক কাজ কবিতে করিতে মৃণালের কথা শুনিতে লাগিল]

মৃণাল। অসম্ভব। এ কাজ আমার পোষাবে না। স্বচ্ছন্দ-চারী শিল্পী-মনের সৃষ্টির অভিব্যক্তি আমার মধ্যে চিরবন্দী হ'য়ে গুমরে মরবে আর আমি উদরান্নের জন্য আঁকব ফরমাস্-দেওয়া এই সব গাদা গাদা পোষ্টার আর লেবেল্? তা'ছাড়া কী অসম্ভব খাটুনি। এক একদিন এতো কাজ করতে হ'চ্ছে যে হাত যেন আমার টন্ টন্ করছে। রোজই প্রায় মাথা ধরছে—জানিস্ দীপক, সেদিন একটা ছবির পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে

ঘুম ভাঙল। সকালেই তুলি নিয়ে বসলুম—কিন্তু দশটার মধ্যেই আমাকে কারখানায় হাজ্‌রে দিতে হ'বে। শেষ করতে পারলুম না সে ছবি। আজও ঈজেলে পড়ে রয়েছে সেটা। সে অনুপ্রেরণা যেন নষ্ট হ'য়ে গেছে।

দীপক। কাজ ছেড়ে দিলে খাবি কি? ফাইন আর্ট নিয়ে যে থাক্‌বি, তোর উদরান্নের সংস্থান করবে কে? তাই ত' বলি শিল্পী জাতটা বড় অভাগা!

মৃণাল। আর ভাগ্যদেবী যেন দুনিয়ায় জীবনবাবুর দলকেই দিচ্ছে বরমাল্য। ওদের লোভের পাপ আমাদের জীবনকে শুষে নীরস করে দিচ্ছে। জানিস্ দীপক, ইচ্ছে করে ওর একটা পোর্টেট্ আঁকি—ওর মধ্যে যে ভয়ঙ্কর একটা সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার একটা রূপ দিই। রেখায় রেখায় দৃঢ় নিপুণ টানে ওর পোর্টেট্ যদি আমি আঁকতে পারি ত' জগদ্বিখ্যাত হ'য়ে যাবো। ও হ'চ্ছে ধন-তন্ত্রের দুলাল— [কাগজপত্র রাখিয়া]—আমি বাসায় চল্‌লুম দীপক—

দীপক। থাম্ একটু, একসঙ্গে যাবো—হাতের কাজটা সেরে নিই—তুইও হাতের কাজটা সেরে ফেল্—

[উভয়ে কাজ করিতে লাগিল]

[নেপথ্য হইতে জীবন চৌধুরীর সম্বর্দ্ধনা-সভার বক্তৃতা শোনা যাইতেছে। বক্তা বলিতেছেন—

আজকে আমরা কি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে সকলে জমায়েত হ'য়েছি তা আপনাদের সকলেরই জানা আছে।

আমাদের দেশের কৃতী সন্তান শ্রীযুক্ত জীবন চৌধুরীকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেশের আর দশের কল্যাণে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

[পটক্ষেপণ। বক্তৃতা সমানে চলিতে থাকিবে]

এত বড় একজন বৈজ্ঞানিক প্রতিভা যে আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে তা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের একটা বদ্‌নাম ছিল যে আমরা ব্যবসা করতে জানি না। জীবনবাবু আজ সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে বাঙালীও ব্যবসা করতে জানে। তাঁর লোহার কারখানা, তাঁর ওষুধের কারখানা আজ আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তাঁর আবিষ্কৃত ওষুধ আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র সমাদৃত। বাঙালীর প্রতিভা আজ সকলে নত মস্তকে মেনে নিয়েছে।

[করতালি

তাই আজ আমরা আমাদের মহান্ কর্ত্তব্য করতেই এখানে জমায়েত হ'য়েছি। আমাদের কৃতজ্ঞতা, আমাদের শ্রদ্ধা আজ ঐ ব্যক্তিটির পদপ্রান্তে নিবেদিত হচ্ছে। জয়তু জীবন চৌধুরী—ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবন দান করুণ। আপনি দীর্ঘজীবন ধরিয়া দশের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন—ইহা দেশবাসীর ঐকান্তিক কামনা। আমি আর আপনাদের সময় নেব না। এইবার কুসুমপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ রায় আপনাদের কিছু বলবেন।

[করতালি

দ্বিতীয় দৃশ্য

শেখরের ঘর

[শেখর একটি কৌচের উপর শুইয়া আছে। গায়ে চাদর ঢাকা।
পাশে ছোট একটি টেবিলের উপর ওষুধের শিশি, মেজার-
গ্লাস, থার্ম্মমিটার, কয়েকখানি বই। দেওয়ালে
কয়েকখানা ছবি]

শেখর। [উঠিয়া বসিল, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল] কেউ বুঝবে না দীন দরিদ্র সাহিত্যিকের বেদনা! এখন বুঝ্‌তে পারছি সাহিত্যিক হ'তে হ'লে চাই অর্থ, চাই প্রচুর অবকাশ।...আর সাহিত্যের সাধনা করব না। (উঠিয়া দাঁড়াইল) এই রুগ্ন, শীর্ণ হাতে ধরব অস্ত্র—আমাকে যুদ্ধ করতে হ'বে। যুদ্ধ—যুদ্ধ—কিন্তু কার সঙ্গে? [ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল ও চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইতে লাগিল] যুদ্ধ? হাঃ হাঃ হাঃ শেখর, যুদ্ধ করতে পারবে তুমি? ...ওঃ সাহিত্যিকদের জীবন কি কষ্টের জীবন! বাংলার ছেলে শরৎচন্দ্রকে একদিন কী কষ্টই না ভোগ করতে হয়েছে! কী দুঃখ, কী গ্লানি! আমি সাহিত্যিকই থাক্‌বো, মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চালাবো সাধনা!

আমি স্রষ্টা। আমি সৃষ্টি করবো এমন এক নায়ক যে হ'বে বিদ্রোহী, মানবে না সে বাধা-নিষেধ, ঝড়কে মাথায় করে সে চলবে, পাহাড় কেটে তৈরী করবে পায়ে চলার পথ। সূর্য্যের আলো যদি নিভে যায়, নতুন আলো করবে সৃষ্টি সে। তবু তার চলার বিরাম থাকবে না—আর কী সুন্দর তেজোময় তার মূর্ত্তি!

সুজিৎ। [সহসা প্রবেশ করিয়া] একী দাদা, আবার তুমি উঠে দাঁড়িয়েছ। তোমাকে না ডাক্তার এখন হাঁটা-চলা করতে নিষেধ করেছেন? কাল রাতে ত' মোটে ঘুমুতে পার নি। নাও শোও! আমি বাতাস করছি—

[শেখরকে ধরিয়া কৌচে শোয়াইয়া দিল ও পাশে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল]

[অজয়ের প্রবেশ। রুক্ষচুল, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, পরণে খদ্দরের পা-জামা, হাতে একখানা পাকানো খবরের কাগজ]

অজয়। কেমন আছিস শেখর? [পাশের টুলে বসিল]

শেখর। [মুখ তুলিয়া] অজয় বুঝি? আয় ভাই—

অজয়। শুন্‌লুম দীপক তোকে দেখ্‌ছে—এখন কেমন আছিস্?

শেখর। [ম্লান হাসিয়া] আর থাকা-থাকি? এ রোগ কি ভাল হয় নাকি?

অজয়। [ম্লান হাসিয়া] আমারও ত' ঐ রোগ। তকে

বর্ত্তমানে অনেকটা ভাল আছি। দীপক চিকিৎসা করে ভাল।

শেখর। চিকিৎসা ত' ভাল করে কিন্তু ঐ যে উঠা-চলা-হাঁটা নিষেধ করে ও আমার ধাতে সয় না। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। আকাশের আলো আসছে ধীরে ধীরে ম্লানিমায় ছেয়ে! তার আগে, হ্যাঁ তার আগেই—

সুজিৎ। [ধমকের স্বরে] দাদা, আবার ঐ সব কথা?

শেখর। [ম্লান হাসিয়া] ভাইটী বড় সেন্টিমেণ্টাল! [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল]

অজয়। শেখর, তোর বই যে সিনেমায় উঠ্‌ল রে।

শেখর। [উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিল] অ্যাঁ—অ্যাঁ আমার বই? আমার নির্ম্মম পৃথিবী? [বুকে হাত দিয়া শুইয়া পড়িল] ওঃ!

অজয়। আজ সহরের দেয়ালে দেয়ালে জীবন চৌধুরীর নাম।

শেখর। দুঃখী গরীব অসহায় শেখরকে কে চেনে?

অজয়। কি বিরাট্ Exploitation! আজ বাংলার আকাশে-বাতাসে শুধু বঞ্চিত, নিঃসহায়দের দীর্ঘ নিঃশ্বাস। বাংলার ছেলেরা প্রতিভাবান্ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার ফকির-ফতুরদের দলে। কি ইচ্ছা করে জানিস্? এই হাতে তুলে নিই অস্ত্র, আর এক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলি আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে। তারপরে একদিন—[তাহার দুই চক্ষু

জ্বলিয়া উঠিল] বিরাট প্রভঞ্জনের মত ধাক্কা মারি এই ঘুণ-ধরা সমাজব্যবস্থার উপর—

[সহসা চুপ করিল]

শেখর। অজয়, অজয়, তুই-ই আমার আগামী বইয়ের নায়ক! হ্যাঁ, এমনি নায়কই আমি কল্পনা করেছি—

সুজিৎ। দাদা, আবার তুমি উত্তেজিত হ'চ্ছ? [গায়ে হাত দিয়া] উঃ আবার তোমার গা গরম হ'য়ে উঠেছে। জ্বর আস্‌ছে ত'?

শেখর। [চাদরটা টানিয়া মুড়ি দিল] উঃ—

সুজিৎ। [বাতাস করিতে করিতে শেখরের কপালে হাত দিয়া] এঃ কী ভীষণ ঘাম হ'চ্ছে!

অজয়। দীপককে খবর দেব নাকি?

শেখর। কোন দরকার নেই, আপনিই ভাল হ'য়ে যাবো। ভাই, বুকে বড় বেদনা হ'চ্ছে [ছট্ ফট্ করিতে লাগিল] আমার লেখা "নির্ম্মম পৃথিবী" আজ জীবন চৌধুরীর নামে রূপালি পর্দ্দায় দেখা দিয়েছে! ভগবান্ ভগবান্! [চোখের উপর হাত চাপা দিল]

[এখানে দৃশ্যের আলো ম্লান করিয়া দিতে হইবে]

[নেপথ্য হইতে জীবন চৌধুরীর অভ্যর্থনা-সভার বক্তৃতা আবার শোনা যাইতে লাগিল]

সাহিত্যের কমল বনে যে নতুন রাজহংস দেখা দিয়াছে সেই বাণীর বরপুত্র ঔপন্যাসিক জীবন চৌধুরী সম্বন্ধে আজ

আমাকে কিছু বল্‌তে আপনারা অনুরোধ করেছেন। জীবন চৌধুরীকে একটী মাত্র কথায় আমি আমার শ্রদ্ধা জানাতে পারি। তিনি বাংলার সব্যসাচী। একাধারে সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিক! তিনি একজন উঁচু-দরের স্রষ্টা। যেখানেই তাঁর হাত পড়েছে সেখানেই তিনি তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন।

[করতালি

অজয়। [ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া] জীবন চৌধুরী, জীবন চৌধুরী তুমি ভগবানের এক অদ্ভুত সৃষ্টি! একই জীবনে তুমি চার-চারটি প্রতিভাকে—শোষণ করে নিলে! হত্যা কর্‌লে—হ্যাঁ হত্যা—হত্যা!

